সংবাদ

তারিখ 13 SEP 2017
পৃষ্ঠা ... কলাম ...

বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়গুলোকে অবশ্যই স্থায়ী ক্যাম্পাসে যেতে হবে

সরকার পাঁচবার আলটিমেটাম দিয়েছে কিন্তু অধিকাংশ বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় স্থায়ী ক্যাম্পাসে শিক্ষা কার্যক্রম স্থানান্তর করেনি। তারা নিজেদের সুবিধা অনুযায়ী স্থায়ী ক্যাম্পাসে যেতে চায়।

পুরনো ৫১টি বিশ্ববিদ্যালয়ের মধ্যে ৩৯টিই এখনও সম্পূর্ণভাবে নিজস্ব ক্যাম্পাসে যায়নি। এদের কোনটি আংশিক গেছে। ১০টি বিশ্ববিদ্যালয় সম্পূর্ণভাবে নিজস্ব ক্যাম্পাসে কার্যক্রম চালাচ্ছে। ২টি স্থায়ী ক্যাম্পাস করে কার্যক্রম চালালেও ঢাকায়ও ক্যাম্পাস চালু রেখেছে।

২০১২ সালে নিজস্ব ক্যাম্পাসে শিক্ষা কার্যক্রম চালু ছিল ১১টি বিশ্ববিদ্যালয়ের। গত ৫ বছরে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের পক্ষ থেকে বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে সময় বৃদ্ধি করে স্থায়ী ক্যাম্পাসে যাওয়ার নির্দেশ দিলেও পরিস্থিতির খুব একটা অগ্রগতি হয়নি। বিশ্ববিদ্যালয় ট্রাস্টি বোর্ডের সঙ্গে আলোচনার মাধ্যমেই এ সময় নির্ধারণ করা হয়েছিল। বেশ কিছু বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের স্থায়ী ক্যাম্পাস থাকার পরও তারা সেখানে পুরোপুরি কার্যক্রম শুরু করেনি। ২০১৭ সালের সেপ্টেম্বরে এসে স্থায়ী ক্যাম্পাসে শিক্ষা কার্যক্রম পরিচালনা করছে মাত্র ১২টি বিশ্ববিদ্যালয়।

বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় আইন অনুযায়ী, প্রতিষ্ঠার ৭ বছরের মধ্যে বিশ্ববিদ্যালয়গুলোকে অবশ্যই নিজস্ব স্থায়ী ক্যাম্পাসে যেতে হবে। কিন্তু এখন অনেক বিশ্ববিদ্যালয়ের বয়স এক যুগের বেশি, আবার কোনোটির বয়স ২ দশক। স্থায়ী ক্যাম্পাসে যেতে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের আগ্রহের যে ঘাটতি রয়েছে এটা স্পষ্টতই বোঝা যায়। আবার সংশ্লিষ্ট অনেকেই মনে করছেন, আইন বাস্তবায়নে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের উদারনীতির কারণে স্থায়ী ক্যাম্পাসে যেতে বেসরকারি বিশ্ববিদালয়ের আগ্রহ কম। এছাড়া বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের প্রভাবের কারণেও আইন বাস্তবায়নে মন্ত্রণালয় ধীর নীতি অবলম্বন করছে। এক্ষেত্রে আমাদের প্রশ্ন হলো, আইনকে বুড়ো আঙুল দেখানো বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর বিষয়ে শিক্ষা মন্ত্রণালয় বা ইউজিসির এতটা উদারতা কেন? তারা যে রাষ্ট্রীয় আইন মানছে না তা কি শিক্ষা মন্ত্রণালয় জানে না, নাকি তাদের বিরুদ্ধে কোন ব্যবস্থা নেয়াটাই এখন আইনবিরুদ্ধ কাজ।

বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়গুলো স্থায়ী ক্যাম্পাসে না যাওয়ার কারণে শিক্ষার্থীরা ঘিঞ্জি ও অস্বাস্থ্যকর পরিবেশে পড়ালেখা করছে। এতে যেমন তাদের পড়ালেখার ক্ষতি হচ্ছে তেমনি আবাসিক এলাকায় শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান থাকার কারণে যানজটসহ নানা সমস্যার মধ্যে পড়তে হচ্ছে মানুষকে।

দেশের শিক্ষার্থীরা যেন উন্নত পরিবেশে দেশেই উচ্চশিক্ষা পেতে পারে সে উদ্দেশ্যেই বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের অনুমোদন দেয়া হয়েছিল। এখন সে উদ্দেশ্যকে পাশ কাটিয়ে ছাত্রদের শিক্ষার উন্নত পরিবেশ থেকে বঞ্চিত করে যদি শুধু অর্থ উপার্জনই মূল লক্ষ্যে পরিণত হয় তবে এর চেয়ে দুঃখজনক আর কী হতে পারে।

ইউজিসির চেয়ারম্যান অধ্যাপক আবদুল মান্নান বলেছেন, কমিটি বিশ্ববিদ্যালয়গুলো সরেজমিন পরিদর্শন করে সে আলোকে প্রতিবেদন তৈরি করেছে। ওই প্রতিবেদন অনুযায়ী বিশ্ববিদ্যালয়গুলোকে সতর্ক করা হচ্ছে। এক্ষেত্রে আমরা বলতে চাই, এতবার আলটিমেটাম দেয়ার পরও যারা সতর্ক হয়নি তাদের আবারও সতর্ক করার কোন যুক্তি নেই। তাছাড়া শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের দায়িত্ব নিয়ে যারা দেশের প্রচলিত আইন মানে না তারা শিক্ষার্থীদের কি শিক্ষা দেয় বা দিচ্ছে সে ব্যাপারেও আমরা যথেষ্টই সন্দিহান। আইন না মানার কারণে তাদের বিরুদ্ধে অবশ্যই শাস্তিমূলক ব্যবস্থা নেয়া জরুরি। শুধু স্থায়ী ক্যাম্পাসে না যাওয়াই নয়, মানসম্মত শিক্ষা না দেয়া, শিক্ষার্থীদের কাছ থেকে অতিরিক্ত টাকা আদায়, টাকার বিনিময়ে সার্টিফিকেট প্রদানসহ বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের বিরুদ্ধে আরও অনেক অভিযোগ রয়েছে, সেগুলোর বিষয়েও যথাযথ তদন্ত করে ব্যবস্থা নেয়া উচিত। শিক্ষা কার্যক্রম পরিচালনা করা কোন ছেলেখেলা নয়। তাই এ বিষয়ে যেন সবাই আরও সতর্ক হয় সেদিকে নজর দেয়া বাঞ্ছনীয়।

ব্যানবেইস
পরিচালকের কার্যালয়
প্রাপ্তি নং...............................
তারিখ...............................
চীফ, পরিসংখ্যান বিভাগ
চীফ, ডি.এল.পি বিভাগ
সিস্টেম এনালিস্ট
সিস্টেম ম্যানেজার
...সনিক কর্মকর্তা
পি.এ
কার্যার্থে/জ্ঞাতার্থে
স্বাক্ষর